তারিখ 26 JUN 1992
পৃষ্ঠা

এইচএসসি পরীক্ষা–'৯২

গতকাল থেকে দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে। পরীক্ষা যাতে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে সেজন্যে কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। প্রকাশ, পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধের লক্ষ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে শক্তিশালী ভিজিলেন্স টীম গঠন করা হয়েছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে আইন–শৃঙ্খলা যথাযথভাবে বজায় রাখার জন্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে ১৪৪ ধারা জারি করার ব্যবস্থা রয়েছে। সকল শ্রেণীর বহিরাগতদের উপস্থিতি সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইন অমান্যকারীদের জন্যে সর্বোচ্চ দুই বছরের কারাদন্ডসহ অর্থদন্ড প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরীক্ষায় দুর্নীতিতে সহায়তাকারীর বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক সর্বোচ্চ চার বছরের কারাদন্ড ও অর্থদন্ডসহ কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে। কোন কেন্দ্রে পরীক্ষা পরিচালনায় শৈথিল্যের কারণে দুর্নীতি ঘটলে উক্ত কেন্দ্র বাতিল করা হবে। কোন পরিদর্শক দায়িত্ব পালনে অবহেলা দেখালে বা নকল করায় সহায়তা করলে তার সরকারী অনুদান বন্ধসহ বিভিন্ন প্রকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ ছাড়া আরো অনেক ব্যবস্থার কথাই তথ্য বিবরণীর বরাত দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে স্থানাভাবে সব ব্যবস্থার কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবু আমরা আলোচনার খাতিরে কতিপয় ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলাম।

সন্দেহ নেই যে, দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের প্রশ্নে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কেননা সবাই জানেন, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার সময় দেশের অধিকাংশ পরীক্ষা কেন্দ্রেই ছাত্র, অভিভাবক এমনকি শিক্ষকদের মধ্যে অনেককেই দুর্নীতির আশ্রয় নিতে দেখা যায়। যার দরুন দুর্নীতির প্রভাবমুক্ত পরীক্ষা অনুষ্ঠান আজকাল এক রকম অসম্ভবই হয়ে পড়েছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ছাত্রদের মাঝে নকল প্রবণতা ছাড়াও এই অসদুপায় অবলম্বনে একশ্রেণীর অসৎ অভিভাবক এবং শিক্ষকও বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। তারা বাইরে এবং ভেতর থেকে নকল সাপ্লাই দেন। শুধু তাই নয়, অধিক হারে ছাত্র ভিড়ানোর জন্যে কোন কোন পরীক্ষা কেন্দ্রে অবাধে নকল করার সুযোগ দেয়া হয় বলেও অভিযোগ রয়েছে। অর্থাৎ এই পরীক্ষাগুলোকে ঘিরে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষই কম–বেশী দুর্নীতির সাথে জড়িত। আর তাই সরকারকে বাধ্য হয়েই পরীক্ষা অনুষ্ঠানের সময় পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যে কিছু আইনগত ব্যবস্থা নিতেই হয়। আমরা প্রতিবছরই লক্ষ্য করি যে, এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার প্রাক্কালে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্যে সরকার বেশ কিছু আইনগত ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। এবারকার এইচএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। পরীক্ষার ঠিক আগে এসব ব্যবস্থার কথা গণমাধ্যমে প্রচার করা একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হচ্ছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে– যে উদ্দেশ্যে এই সব বিধিব্যবস্থা বা আইন, সেই উদ্দেশ্য কতখানি সার্থক হচ্ছে অর্থাৎ পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি বন্ধের ব্যাপারটি কতটা সফল হয়েছে।

পুরো বিষয়টি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে– সরকার মশা মারতে কামান দাগার মত পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যে হাজার রকম আইনের বিধান করলেও কার্যক্ষেত্রে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা হ্রাস পায়নি; এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের ধারা সংযোজন করার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে নকল প্রতিরোধ; কিন্তু এ বছর এসএসসি পরীক্ষাতেও তাই বলে নকল কম হয়নি। বলাবাহুল্য, এসএসসি পরীক্ষার সময়ও কর্তৃপক্ষ কম বিধি–নিষেধ আরোপ করেননি। বস্তুতঃ পরীক্ষা কেন্দ্রে নকল প্রতিরোধ তথা সব রকম দুর্নীতি বন্ধের জন্যে কেবল নানা প্রকার বিধি–নিষেধ আরোপ অথবা পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করলেই চলবে না। এজন্যে যেটা সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয় তাহলো প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা।

আমরা এ ব্যাপারে নিশ্চিত যে, কোন শিক্ষাঙ্গনের বিদ্যার্থীরা যদি লেখাপড়ার পরিপূর্ণ সুযোগ পায় তাহলে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের চিন্তা তারা ত্যাগ করবেই। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, লেখাপড়ার সেই কাংখিত পরিবেশ অধিকাংশ স্কুল–কলেজেই নেই। ছাত্র দলাদলির কারণে সন্ত্রাস প্রায় প্রতিটি কলেজের ক্ষেত্রেই এক স্থায়ী সমস্যা। যে কারণে প্রায় কোন কলেজেই লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ নেই। এ ছাড়া শিক্ষক এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অভাবে অনেক স্কুল–কলেজেই লেখাপড়া ঠিক মত হয় না। শিক্ষকরাও শিক্ষাদানের ব্যাপারে সবাই আগের মত আর আন্তরিক নন। অথচ এ জন্যে প্রায় ক্ষেত্রেই জবাবদিহির কোন ব্যবস্থা নেই। সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বিদ্যমান পর্বত প্রমাণ অর্থনৈতিক বৈষম্য আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি বিরাট দুর্বলতা। এই বৈষম্যের কারণে দেশের বৃহৎ সংখ্যক শিক্ষার্থীই লেখাপড়ার প্রাপ্য সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেখানে ক্যাডেট কলেজে প্রতিবছর ছাত্র পিছু সরকারী ব্যয় প্রায় ১৪ হাজার টাকা, সেখানে সাধারণ কলেজে ছাত্র পিছু সরকারী ব্যয়ের পরিমাণ মাত্র ১ হাজার ৬শ' টাকার মত। এই একটি মাত্র তথ্য দ্বারাই বোঝা যায়, ক্যাডেট কলেজ আর অন্য দশটি কলেজের মধ্যে ব্যবধানটা কোথায়। অতএব, প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা যাতে লেখাপড়ার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করতে পারে সেই অবস্থা নিশ্চিত করেই পরীক্ষা কেন্দ্রে দুর্নীতি প্রতিরোধের ব্যবস্থা নিলে সেটাই হয় উত্তম।